সংবাদ

তারিখ ... 18 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

তিন লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হচ্ছে শিক্ষানীতি

আর. কে. রেজা

তিনটি মূল লক্ষ্য সামনে রেখে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। লক্ষ্য তিনটি হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা, শিক্ষায় সবার অন্তর্ভুক্তি এবং দক্ষতা বৃদ্ধি। ইতোমধ্যে এ তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সুপারিশ উপস্থাপন করেছে। উপযুক্ত পরিবেশে আনন্দের সঙ্গে যথাযথ পাঠ গ্রহণের পাশাপাশি বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনই এ শিক্ষানীতিতে প্রাধান্য পাবে বলে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এবং কো-চেয়ারম্যান ড. খলীকুজ্জমান চৌধুরী 'সংবাদ'কে জানান। আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া সম্ভব হবে বলে কমিটি সূত্রে জানা গেছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী 'সংবাদ'কে বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে খসড়া চূড়ান্ত হবে। এরপর বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে বলে জানান তিনি। নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, বৈষম্যমূলক সমাজ থেকে ঐক্যের ভাব জাগ্রত করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেই একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে।

নৈতিক শিক্ষা, শিক্ষায় সবার অন্তর্ভুক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি

জানা গেছে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে সরকারি, বেসরকারি এবং ইংরেজি মাধ্যম ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বাস্তবতার নিরিখে তথ্য

তৈরি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

তৈরি : শিক্ষানীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রযুক্তি শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি (সামাজিক ও প্রাকৃতিক) ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে খসড়া শিক্ষানীতিতে।

খসড়া শিক্ষানীতিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য সুপারিশমালা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। রয়েছে সমাজের সুবিধাবঞ্চিতদের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ।

কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান 'সংবাদ'কে বলেন, দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতার বালাই নেই। যে কারণে শৈশব থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেও নৈতিকতার শিক্ষা পায় না শিক্ষার্থীরা। এর ফলে শিক্ষায় অপূর্ণতা থেকেই যায়। অথচ নৈতিকতার শিক্ষা ছাড়া পরিপূর্ণ শিক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, নৈতিকতার শিক্ষা বঞ্চিত শিক্ষিতদের দিয়ে সমাজ ভাল কিছু আশা করতে পারে না। এজন্যই নৈতিক শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। খলীকুজ্জমান বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা যত উন্নতই করা হোক না কেন সবাইকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। এজন্য সবাইকে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি পাঠদানে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপরেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্য উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে গবেষণার ওপর জোর দেয়াসহ সর্বোপরি শিক্ষার মান বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

খসড়া শিক্ষানীতিতে যেসব সুপারিশ এসেছে : প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এর ফলে দশম শ্রেণীর পর মাধ্যমিক পরীক্ষা না হয়ে হবে দ্বাদশ শ্রেণী শেষে। প্রাথমিক স্তর হবে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। দশম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে মাধ্যমিক অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতিতেই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর খসড়ায় মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে যুগোপযোগী করার সুপারিশ করা হয়েছে। মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা শেখানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ব্যাপারে শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্য বিষয়গুলোর মূল্যায়ন করবে মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। মাদ্রাসা শিক্ষার মেয়াদ ও পুনর্বিন্যাশের সুপারিশে দাখিল স্তরকে বাদ দেয়া হয়েছে। ইবতেদায়ি স্তরকে আট বছর, আলিম স্তরকে চার বছর, ফাজিল তিন থেকে চার বছর এবং কামিলকে এক থেকে দুই বছর মেয়াদি করার সুপারিশ করা হয়েছে।

অভিভাবকদের আয়ের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় বেতন নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদনটিতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থার প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বেতন নির্ধারণ হবে। এতে অসচ্ছল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। দেশে একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে। উচ্চ যোগ্যতা ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ কমিশনের সদস্য হবেন। কমিশন পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং এর স্বতন্ত্র সচিবালয় ও অর্থসংস্থান থাকবে।

গত ৮ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ঘোষণা করে। কমিটিতে লেখক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদসহ ১৬ সদস্য রয়েছেন।